

 **জাতীয় মানবাধিকার কমিশন**

(২০০৯ সালের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান)

বিটিএমসি ভবন (৯ম তলা), ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫

 ইমেইলঃ info@nhrc.org.bd; হেল্পলাইনঃ ১৬১০৮

স্মারকঃ এনএইচআরসিবি/প্রেস বিজ্ঞ-২৩৯/১৩-১৩২  তারিখঃ ১০/১২/২০২২

**প্রেস বিজ্ঞপ্তিঃ**

**যথাযথ মর্যাদায় মানবাধিকার দিবস পালন**

আজ ১০ ডিসেম্বর ২০২২ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের আয়োজনে যথাযথ ভাবগাম্ভীর্য ও গুরুত্ব সহকারে মানবাধিকার দিবস ২০২২ উদযাপন করা হয়। "মানব- মর্যাদা, স্বাধীনতা আর ন্যায়পরায়ণতায়, দাঁড়াবো সবাই মানবাধিকার সুরক্ষায়"- প্রতিপাদ্য নিয়ে স্থানীয় এক হোটেলে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক, এমপি; বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মইনুল কবির। সভাপতিত্ব করেন কমিশনের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন নবনিযুক্ত সার্বক্ষণিক সদস্য জনাব মোঃ সেলিম রেজা। অনুষ্ঠানে কমিশনের নবনিযুক্ত অবৈতনিক সদস্য জনাব আমিনুল ইসলাম, জনাব কংজরী চৌধুরী, ড. বিশ্বজিৎ চন্দ, ড. তানিয়া হক, জনাব কাওসার আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনায় বক্তারা মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নে সম্মিলিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার ব্যাপারে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। গুম, খুন, বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডসহ সকল প্রকার মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে নিরপেক্ষ ও জোরালো পদক্ষেপ নেয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় মন্ত্রী আনিসুল হক বলেন, “বাংলাদেশে যে বা যারাই মানবাধিকার লঙ্ঘন করবে তাকে আইনের আওতায় এনে বিচার করা হবে। আমরা বঙ্গবন্ধুর হত্যাসহ সকল বড় বড় মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিচার করেছি। আমরা সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূলে কাজ করছি। মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আমাদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। অথচ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কেউ কেউ আমাদেরকে নেতিবাচকভাবে চিত্রিত করার চেষ্টা করছে।” বৈষম্য বিরোধী আইন প্রণয়ন সম্পর্কে তিনি বলেন, “আমরা খুব শীঘ্রই বৈষম্য বিলোপ আইন প্রণয়ন করতে যাচ্ছি, এটি এখন সংসদীয় স্থায়ী কমিটির নিকট পরীক্ষাধীন অবস্থায় আছে।”

বিশেষ অতিথি জনাব মোঃ মইনুল কবির বলেন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান। মন্ত্রনালয় থেকে তাদের বাজেট বরাদ্দ দেয়া হয়। ২০০৯ সালে যখন কমিশন গঠিত হয় তখন বাজেট ছিল মাত্র ১ কোটি ৭৮ লক্ষ আর বর্তমানে ১২ কোটি টাকা। স্বল্প সময়ে কমিশন এশিয়া প্যাসিফিক ফোরামের সদস্য নিযুক্ত হয়েছে এবং বি স্ট্যাটাস পেয়েছে। বর্তমান সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হল বৈষম্য বিরোধী আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ । আশা করি আমরা খুব শীঘ্রই আইনটি বলবৎ করতে পারবো।

কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, “২য় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরপরই ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়েছিল। তাই, এই দিনটি স্মরণীয় হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশের উদ্ভব হয়েছে অধিকার আদায়ের সংগ্রামের ফসল হিসেবে। আর এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আমাদের মহান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি শোষণমুক্ত সংগ্রামের সুচনা করেছিলেন। বর্তমান সরকারের আমলে বাংলাদেশ চারবার জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের সদস্যপদ লাভ করে, যার ফলে মানবাধিকার প্রশ্নে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বিশ্ব দরবারে উজ্জ্বল হয়েছে। মানবাধিকারের দর্শন হল বৈষম্যহীন জীবন। বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য নিয়েই আমরা আমাদের কাজ করে যাব”।

কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য জনাব মোঃ সেলিম রেজা বলেন, “দেশ ও দেশের বাইরের সুশীল সমাজ এবং স্টেকহোল্ডরদের দীর্ঘদিনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে প্যারিস নীতির আলোকে নারী-পুরুষ, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশা ও গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বের আলোকে ভারসাম্যপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে এক দশক আগে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠন করা হয়। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের অভীষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে দেশব্যাপী মানবাধিকার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করা। তাইতো যেখানেই মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে সেখানেই আছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন"। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে বর্তমান কমিশন কাজ করবে বলে তিনি প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

ধন্যবাদান্তে,

স্বাক্ষরিত/-

ফারহানা সাঈদ

উপপরিচালক

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ

মোবাইলঃ ০১৩১৩৭৬৮৪০৪